দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 1 0 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ......

মাদ্রাসার ফাজিল শ্রেণীকে ডিগ্রীর সমমানের করার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসার ফাজিল শ্রেণীকে বিএ (ডিগ্রীর) সমমান দেয়ার জন্য সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে।

গতকাল (শনিবার) জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ এম ওসমান ফারুক একথা জানান। যশোর-২ আসন থেকে নির্ধারিত জামায়াতের এমপি আবু সাঈদ মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন-এর প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী সংসদে আরো জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিট গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি পরীক্ষা-

৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

নিরীক্ষা করে রিপোর্ট দাখিল করার পর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মন্ত্রী জানান, জনবল কাঠামোতে একজন ফাজিল পাস শিক্ষককে ডিগ্রী পাস শিক্ষকের সমমানের বেতন স্কেল বর্তমানে প্রদান করা হচ্ছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী সংসদে জানান, আগামী পয়লা জুলাই থেকে দেশের সকল মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সন্তান বিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারকে একশ' টাকা এবং একাধিক সন্তান বিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ১শ' ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১১৭৪টি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। শাহ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুসের (খুলনা-৬) এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানান, বর্তমানে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৮ হাজার ১৯৫টি। সংসদ সদস্য মাওলানা আবদুল আজিজের (গাইবান্ধা-১) অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী সংসদে জানান, এবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারী করার আপাতত কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই প্রদান, উপবৃত্তি প্রদান ও শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ বেতন প্রদানের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্তকরণ

কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোঃ গোলাম হাবীব (দুলাল)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব পালনকারীমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ মোসেন সংসদকে জানান, ২০০৬ সালের মধ্যে দেশের শতকরা একশ'ভাগ মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। সংসদ সদস্য মোজাম্মেল হকের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী সংসদে জানান, বর্তমানে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের শতকরা হার ৩৫। শতকরা ৬৫ ভাগ লোক সাক্ষরতা অর্জন করেছে।

সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) এম আনোয়ারুল আজিমের (কুমিল্লা-১০) অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন সংসদকে জানান, সারাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সহকারী শিক্ষকের ৬ হাজার ৭২৮টি পদ এবং প্রধান শিক্ষকের ১ হাজার ৪০২টি পদ খালি রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র (চট্টগ্রাম-১) এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সংসদকে জানান, বিগত সরকারের ৫ বছরে দেশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়নি।

১৯৬৮ এতিখানা

মেহেরপুর-১ আসনের এমপি মাসুদ অরুণের এক প্রশ্নের উত্তরে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ গতকাল জাতীয় সংসদে জানান, বর্তমানে দেশে মোট ৭৩টি সরকারী শিশু সদন, শিশু পরিবার এবং ১৮৯৫টি নিবন্ধন করা বেসরকারী এতিমখানা রয়েছে। মন্ত্রী অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত সরকার আমলে বিভিন্ন এতিমখানায় অনিয়ম ও এবং এতিমদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।